রমজানের পড়াশুনা পর্ব-৮

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ সিরিজ

রমজানের পড়াশুনা

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ সিরিজ

পবিত্র মাস রমজান থেকে সর্বাধিক পুরষ্কার পাওয়ার জন্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার অন্যতম সেরা উপায় হ'ল রমজান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সংশোধন করা।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই সিরিজটি আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

প্রকাশনায়ঃ প্রবাস-ই-প্রকাশনী, কানাডা

কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও বেশী উত্তম !

আল কাদ্‌র / আয়াত-৩

মুফাস্‌সিরগণ সাধারণভাবে এর অর্থ করেছেন, এ রাতের সৎকাজ হাজার মাসের সৎকাজের চেয়ে ভালো। কদরের রাত এ গণনার বাইরে থাকবে। সন্দেহ নেই একথাটির মধ্যে যথার্থ সত্য রয়ে গেছে এবং রসূলুল্লাহ্‌ ﷺ এই রাতের আমলের বিপুল ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেনঃ

> "যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদাতের জন্য দাঁড়ালো তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হয়েছে।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেনঃ

> "কদরের রাত রয়েছে রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে। যে ব্যক্তি প্রতিদান লাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসব রাতে ইবাদাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আল্লাহ তার আগের পিছনের সব গোনাহ্‌ মাফ করে দেবেন।"

কিন্তু আয়াতে উচ্চারিত শব্দগুলোয় একথা বলা হয়নি (اَلْعَمَلُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْعَمَلِ فِيْ اَلْفِ شَهْرٍ) (কদরের রাতের আমল হাজার রাতের আমলের চেয়ে ভালো) বরং বলা হয়েছে, "কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে ভালো।" আর মাস বলতে একেবারে গুণে গুণে তিরাশি বছর চার মাস নয়। বরং আরববাসীদের কথার ধরনই এই রকম ছিল, কোন বিপুল সংখ্যার ধারণা দেবার জন্য তারা "হাজার" শব্দটি ব্যবহার করতো।

তাই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এই একটি রাতে এত বড় নেকী ও কল্যাণের কাজ হয়েছে যা মানবতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন দীর্ঘতম কালেও হয়নি।

তাফহীমুল কোরআন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাআইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

যে কদরের রাতে ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে নামায পড়ে,তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

(বুখারী ও মুসলিম, আবু হুরায়রা রাঃ)

কদর শব্দের দুইটি অর্থ আছে। একটি হচ্ছে ভাগ্য বা তাকদীর। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মর্যাদা ও সম্মানের রাত। এ রাতের ইবাদাতকে হাজার (অগণিত) মাসের চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে।

কদরের রাত লাভ করার জন্য মহানবী (সাঃ) কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং এক মিনিট সময়ও যেন নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

কদরের রাতের করণীয়: সকল ফরয ও ওয়াজিব অবশ্যই পালন করতে হবে। অন্যান্য সুন্নাত, নফল ও মুস্তাহাবগুলোও আমল করা প্রয়োজন। বিশেষ করে জামায়াতে নামাযে যত্নবান থাকা প্রয়োজন। পরিবার-পরিজনকেও (ইবাদাতের জন্য) রাতে জাগানো প্রয়োজন।

এ রাতে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া পাবার জন্য চার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না। যথা: ১. মদ পানকারী ২. মাতা-পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ৩. হিংসুক-নিন্দুক এবং ৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।

বিভিন্ন দেশে ভৌগলিক পার্থক্যের কারণে লাইলাতুল কদর বিভিন্ন সময়ে উপনীত হতে পারে এবং মুসলমানরা নির্দ্বিধায় এর ফযীলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারেন।

কদরের রাতটি নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি। তবে এ রাত সন্ধানে রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোর রাত্রিগুলোকে ভালভাবে কাজে লাগানোর ব্যাপারে শক্ত অভিমত রয়েছে।

রমজানুল মোবারকের শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির।

মাহে রমজানের শেষ দশক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখন রমজানের বিদায়ের সুর বেজে ওঠে। এ সময় বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে নাজাত হাসিল করা খুব জরুরি। কেননা জাহান্নাম থেকে নাজাত হাসিল করে জান্নাত লাভ করাই মুমিন জীবনের সফলতা।

নবীজি (সা.) নিজে এ সময় ইবাদত-বন্দেগি বাড়িয়ে দিতেন।

হজরত আয়েশা (রা.) বলেনঃ

> **‘যখন রমজানের শেষ দশক আগমন করত, রাসুল (সা.) কোমর বেঁধে নিতেন (অর্থাৎ ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতেন), নিজে রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবারবর্গকেও রাতে জাগিয়ে দিতেন।‘** (বুখারি : ১৮৮৪)

আয়েশা (রা.) আরও বলেনঃ

> **‘নবীজি (সা.) রমজানের শেষ দশকে যে পরিমাণ ইবাদত বন্দেগি করতেন, তা অন্য সময় করতেন না।‘** (মুসলিম: ২৮৪৫)

অন্য হাদিসে আছে, হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত,

> **হজরত রাসূলুল্লাহ রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন, এবং বলতেন তোমরা রমজানের শেষ দশকে শবে কদর তালাশ করো।** (সহিহ বোখারি: ২০২০)

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত,

> **‘রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো।‘ (**সহিহ বোখারি: ২০১৭)

আসুন, আমরা এই পবিত্র মাসের পবিত্রতা রক্ষা করি। প্রতিদিন রোজা রাখার পাশাপাশি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও তারাবি মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করি। বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করি। দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে তাওফিক দিন।

শেফায়েত সাকি / শিক্ষার্থী, দুবাই আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়

একে তো মহামন্বিত মাস রমজান তার ওপর মহিমান্বিত রাতের উপহার। শেষ দশ দিনের যেকোনো একদিন লাইলাতুল কদর। যে রাত এক হাজার মাসের থেকেও উত্তম। অর্থাৎ এই এক রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের থেকেও উত্তম।

শবে কদর লাভের প্রত্যাশায় ধর্মপ্রাণ মানুষ ইতিকাফে বসবেন। ইতিকাফে সহজে পালনযোগ্য কিছু আমল হলো- খুশু-খুজুর সঙ্গে প্রতি ওয়াক্ত নামাজ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা। মাগরিব ও এশার নামাজের পর অতিরিক্ত ২/৪ রাকাত নফল নামাজ আদায় করা। প্রতিরাত্রে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু দান-সদকা করা। ঘুমানোর আগে অন্তত সে সব সূরা মুখস্ত আছে, তা একবার করে তেলাওয়াত করা।

দোয়া কবুলের জন্য যেকোনো সময় এ দোয়া পাঠ করা-

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার কাবিরা, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসিরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও-ওয়া আসিলা।

অর্থ: আল্লাহ মহান, অতি মহান, আল্লাহতায়ালার জন্য অনেক অনেক প্রশংসা এবং সকাল-সন্ধ্যা আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। -সহিহ মুসলিম

আমাদের ইবাদতসমূহ আরও সুন্দর এবং আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য প্রতি নামাজ শেষে এই দোয়া পাঠ করা যায়-

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبادَتِكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আ ইন্নি আলা জিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ, তোমার কৃতজ্ঞতা এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো। -সুনানে আবু দাউদ: ১/২১৩

দুই সিজদার মাঝে এ দোয়া পাঠ করা

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফিরলি, ওয়ার হামনি, ওয়াহদিনি, ওয়াজ বুরনি, ওয়া আফিনি, ওয়ার-ঝুকনি, ওয়ার ফা'নি অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমায় মাফ করো, আমাকে রহম করো, আমাকে হেদায়েত দান করো, আমাকে রিজিক দাও এবং আমাকে শান্তি দান করো। -সহিহ মুসলিম: ৭৭

তাশহুদ শেষে এই দোয়া পাঠ করা

اَللَّهُـمَّ إِنـيِّ أَعوُذُ بِكَ مِنْ عَذاَبِ جَهَنَّمَ،وَمِنْ عَذاَبِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْـنَةِ الْمَحْياَ وَالْمَماَتِ وَمِنْ فِتْـنَةِ الْمَسيِحِ الدَّجاَّلِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবি জাহান্নাম ওয়া আউজুবিকা মিন আজাবিল কাবার ওয়া আউজুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহয়া ওয়াল মামাত ওয়া আউজুবিকা মিন ফিতনাতি মাসিহিদ দাজ্জাল। -(সহিহ মুসলিম: ৯৪০)

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কবরের আজাব থেকে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জীবন মৃত্যুর কঠিন ফিতনা থেকে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাসিহি দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি দান করুন।

হজরত আয়েশা (রা.) নবী করিম (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি লাইলাতুল কদর লাভ করি, তাহলে কি দোয়া করবো? নবী করিম (সা.) বলেন, বলবে,

اَللهم إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাফু আন্নি।' -আহমদ: ৬/১৮২

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। ক্ষমা পছন্দ করো, তাই আমাকে ক্ষমা করো।

জান্নাত প্রার্থনা করা ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া করা-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল জান্নাতা ওয়া আউজুবিকা মিনান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

> **'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ৩ বার জান্নাত প্রার্থনা করে, জান্নাত আল্লাহর কাছে দোয়া করে, হে আল্লাহ! তাকে জান্নাত দান করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ৩ বার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, জাহান্নাম আল্লাহর কাছে দোয়া করে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।'**
> (সুনানে তিরমিজি: ২৫৭২)

প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ বার নীচের জিকির করা

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তার কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তারই, সমস্ত প্রশংসাও তার, আর তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'